OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 40 - 47
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 40 - 47
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য : প্রসঙ্গ ছোটগল্পকার সোমেন চন্দ

সাবাতিনি মণ্ডল
গবেষক, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sabatinimandal@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Progressive, Movement, Writer, Fascist, Bengali, Literature, Short Story, Culture, Intellectual.

Abstract
The Progressive Writers movement had its physical beginning in 1936. Writers from all over the world united against fascist aggression in Europe. Artists and intellectuals of Bengal were inspired by the progressive ideology. 'Pragati' edited by Surendranath Goswami and Hirendranath Mukhopadhyay is a milestone in discussing progressive literary movement in Bengali literature. The Progressive Writers Movement gave birth to a special genre in Bengali literature and culture. Short stories are no exception. Notably, this particular genre left an impression on the writings of many powerful, famous writers as well as played a role in the creation of many unsung storytellers. Somen Chand was a progressive writer. His short stories depict human exploitation, economic inequality, and riots, famines, and fascist aggression. His short stories, 'Sanket' and 'Danga' have significant contributions on Bengali progressive literature Movement.

Discussion

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা হয় ইউরোপে। ১৯৩৩ সালের জার্মানিতে হিটলার ক্ষমতা দখল করে এবং একই বছর ১০ মে বার্লিন স্কোয়ারে হিটলার প্রায় সমস্ত বিখ্যাত বইয়ের উপর আগ্নিসংযোগ করে নষ্ট করে দেয়। এই পৈশাচিক ঘটনা সারা বিশ্বের সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আলোড়ন তৈরি করে। ১৯৩৫ সালে ২১ জুন প্যারিসে শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা সংগঠিত হলেন ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে। লন্ডন প্রবাসী মুলুকরাজ আনন্দ, সাজ্জাদ জহীর, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইকবাল সিং, ভবানী ভট্টাচার্য প্রভৃতি ছাত্র মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণার আদর্শে ভর করে স্বদেশের মাটিতে গড়ে তুললেন ‘প্রগতি লেখক সংঘ’। এঁদের প্রচেষ্টায় ১৯৩৬ সালে লখনউ শহরে ‘প্রগতি লেখক সংঘ’-এর প্রথম অধিবেশন বসে। বাংলার মাটিতেও প্রগতিবাদের আদর্শের প্রতি বুদ্ধিজীবীরা অনুপ্রাণিত হতে শুরু করেছেন। ১৯৩৬ সালের ১৮ জুন গোর্কির মৃত্যু সংবাদে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক গোকি দিবস পালনের আহ্বান জানানোর পূর্বেই ১৯৩৬ সালের ১১ কলকাতার এলবাট হলে বাংলার ‘প্রগতি লেখক সংঘ’ একটি শোকসভার আয়োজন করেন। এই শোকসভা থেকেই গঠন করা হয় ‘বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ’। বাংলা রাজনৈতিক এবং সাহিত্যে প্রগতিবাদের ইতিহাসের আলোচনায় লেখক সোমেন চন্দের প্রসঙ্গ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪২ সালের ৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 40 - 47
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মার্চ ঢাকা শহরে ফ্যাসিস্ট বিরোধী সম্মেলনে যোগ দেবার মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন বাইশ বছরের তরুণ লেখক সোমেন চন্দ। সেই মিছিলে তাঁকে খুন করা হয়। বাংলা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল সেই মৃত্যু। ওই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ ফ্যাসিস্ট বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা থেকে জন্ম নেয় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘ'।[১] সোমেন চন্দের হত্যার ঘটনা বাংলায় ফ্যাসিবাদ বিরোধীতার প্রতি ঐক্যবদ্ধ হবার প্রতি প্রেরণা জোগায়। ইউরোপের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফ্যাসিস্ট মনোভাবের সাথে এই হত্যার বিশেষ পার্থক্য ছিল না। এই বিষয়ে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৫ নভেম্বর ১৯৪২ সালে People's War, প্রকাশিত 'Bengal Progressive Writers Getting Together For The People' প্রবন্ধে জানিয়েছেন, —

> " 'When only in March this year, fascism in Dacca town retaliated, characteristically, by devilishly murdering SOMEN GHANDA, a young and highly gifted writer who had devoted himself heart and soul to the workers, movement, writers and artists whatever their political beliefs, were indignant. A largly signed manifesto unequivocally condemned this foul assasination, it did something more-it told our own people how fascism was stalking inside our dear country, how we must be on our guard to root it out."[২]

বাংলা সাহিত্যে প্রগতিবাদের চর্চার আনুষ্ঠানিক শুরু 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। বাংলা ছোটগল্পও এর ব্যতিক্রম নয়। যদিও ছোটগল্পে প্রতিবাদের সুর শোনা গিয়েছিল এর অনেক আগেই। ১৮৯১ সালে 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'দেনাপাওনা'। বিশ শতকের দুইয়ের দশক থেকেই বিশ্ব রাজনীতি বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। 'কল্লোল' বাংলা ছোটগল্পে নতুন অভিঘাত তৈরি করে। গান্ধীবাদী আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন বিক্ষোভ তৈরি করে। 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি' পত্রিকায় অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যালের ছোটগল্প প্রকাশিত হতে থাকে। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্প সাহিত্যের বিচারমূলক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছেন। অনেকদিন ধরেই প্রগতি চর্চার জমি তৈরি হচ্ছিল। ১৯৩৭ সালে 'প্রগতি' সংকলনে সাহিত্যে প্রগতির স্বরূপ সম্পর্কে একটি বার্তা তুলে ধরা হয়, —

> "প্রগতি লেখক সঙ্ঘের লক্ষ্য সেই সাহিত্যের পুষ্টি ও অভ্যুদয় যাহা সমাজ ও জীবনের একটা বৃহত্তর, পূর্ণতর আদর্শের আলোকে বর্তমানকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে চায়।"[৩]

'প্রগতি' সংকলনে পাঁচটি গল্পকে সংকলিত করা হয়। এই পাঁচটি গল্পকে প্রগতিধর্মী হিসেবে বিবেচনায় নানা প্রশ্ন উঠে আসে। সমালোচক মনে করেন, এই গল্পগুলির মধ্যে প্রবোধকুমার সান্যালের 'আগ্নেয়গিরি' গল্পটি ছাড়া ফ্যাসিস্ট বিরোধী সুর শোনা যায়নি।[৪] অবশ্য বাংলা ছোটগল্পের সতন্ত্র একটি ঘরানার সৃষ্টিতে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। 'প্রগতি লেখক সংঘ' অনেক লেখকের জন্ম দিয়েছে তবে ঘোষিত ভাবে যারা সংঘের সদস্য ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সোমেন চন্দ। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৪২ সালে 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' প্রকাশিত হয়। বাংলা ছোটগল্পে প্রগতিবাদের লক্ষণ আলোচনায় 'সংকেত' (১৯৩৮), 'দাঙ্গা' (১৯৪২), এবং 'ইঁদুর' (১৯৪২) গল্প তিনটি পাঠকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। গল্পগুলির লেখার সময়পর্ব অনুসারে পরপর পর্যালোচনা করে লেখক এবং কমিউনিস্ট সোমেন চন্দের রাজনৈতিক মানস বিবর্তনকে খুঁজে দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে। সোমেন চন্দের ব্যক্তিজীবনের মধ্যে তাঁর লেখক সত্তার বীজ লুকিয়ে আছে। সোমেন চন্দের লেখক জীবনের আয়ুষ্কাল খুবই অল্প। প্রথম গল্প লিখেছেন ১৯৩৭ সালে। ১৯৪২ সালে তাঁর অকালমৃত্যু সত্ত্বেও তিনি সমসময়ের এবং উত্তরকালের লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রগতিবাদী চেতনার স্বরূপের একটি ভাষ্য তিনি নির্মাণ করে গেছেন। রাজনৈতিক জীবনের সূচনায় বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশির সাহচর্য তাকে সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। ১৯৩৮ সালে প্রগতি পাঠাগারের সাথে যুক্ত হবার পর মার্কসবাদী আদর্শ ও সাহিত্যের সাথে আরও নিবিড় যোগসূত্র তৈরি হয়। ১৯৪১ সালে ঢাকার রেলের ইউনিয়নের সম্পাদক হন।[৫] জীবনের অভিজ্ঞতার গল্প এবং রাজনৈতিক আদর্শের ম্যুরাল নির্মিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 40 - 47
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'সংকেত' গল্পে সোমেন চন্দ শ্রমিকের শোষণের ছবি তুলে ধরেছেন। গল্পের প্রথম পর্বে স্টিমারে নতুন শ্রমিক সরবরাহের জন্য 'কোন এক কাপড়ের কলের ম্যানেজার' এসেছেন গ্রাম থেকে কর্মী সংগ্রহের জন্য। কিন্তু ছোটগল্পের সীমিত অবয়বে রাজনৈতিক ইতিহাসকে তুলে ধরে সময়ের দ্যোতনাকে প্রকাশ করেছেন নিজস্ব রাজনৈতিক বীক্ষায়। অর্থনৈতিক অবক্ষয়, বেকারত্ব, দুর্দশার পশ্চাৎপটে বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবকে ইঙ্গিত করেছেন গল্পের চরিত্র আকবর আলীর জবানিতে, –

> "লড়াইয়ের খবর রাখনি, ইয়াসিন মিঞা? হেইর লেইগা ফাঁকি দিয়া লোক লিবার আইছে, জান?"[৬]

দুর্ভিক্ষের ফলে মানুষ জীবন ধারণের জন্য শহরে ভিড় করেছে। এই গল্পেও একদল মানুষ গ্রাম থেকে শহরের মিলের শ্রমিক হবার জন্য পাড়ি দিয়েছে। অথচ এঁরা তাঁতি ছিল, সোনার বাংলার শিল্পী। সোমেন চন্দ নিজেও পার্টি কর্মী তাই বাংলার শিল্পের করুণ পরিণতির ছবি ম্যানেজার চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, –

> "তোমরাই দেশের গৌরব। ফেমিন হবার আগে সারা ভারতের কাপড় জোগাতে তোমরাই। এমনকি বিদেশেও ছড়িয়ে দিতে, অথচ আজ শুকিয়ে মরছো।"[৭]

রহমান নব্য বিবাহিত জীবনের রঙিন হাতছানিকে পিছনে ফেলে অন্য অনেকের মতো স্টিমারে যাত্রা করেছে শহরের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হয় যখন সে প্রকৃত সত্যের মুখোমুখি হয়। তাঁরা আসলে শোষণ যন্ত্রের নতুন আমদানি। মিলের পুরনো মজুরদের দল বঞ্চনার বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিবাদে একজোট হলে, তাঁদের কাজ থেকে ছাঁটাই করে নতুন লোক আনার চক্রান্ত পরিষ্কার হয় রহমানদের কাছে। এই গল্পে সাম্যবাদী নীতির প্রয়োগ আমার দেখি, যখন পুঁজিবাদী সভ্যতার প্রতীক মিলের কর্তাদের শোষণের বিপরীতে মেনে নেওয়া নয়, বরং প্রতিবাদের বর্ণনায় গল্পকার লিখেছেন, –

> "...সকলের মধ্যে একটা ভয়ানক চঞ্চলতা, কেহ হাত নাড়িয়া কিছু বলিতেছে, কেহ কেবলই চিৎকার করিতেছে, সকলের মুখে-চোখে-কার্যকলাপে এমন একটা ভাব যেন এখনই পারিলে লঞ্চটাকে ডুবাইয়া দেয়। আর কী গোলমাল। আকাশকেও ফাটাইয়া চৌচির করিয়া দিবে মনে হয়। অমন দৃপ্ত রাগান্বিত পদক্ষেপে তাহাদের পায়ের নীচের ভূমিখণ্ড মুহূর্তে ধসিয়া যাইবে যেন, তাহাদের চিৎকার-ধ্বনিতে নদীর জলও উত্তাল হইয়া উঠিল।"[৮]

তাঁতি থেকে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ওঠা রহমানদের ভিতরেও সুপ্ত চেতনা আন্দোলিত হতে শুরু করে, যখন আন্দোলনের একটি মুখের অনৈতিক কাজের জন্য সবাইকে সংঘবদ্ধ হবার জন্য কাতর মিনতি জানায়, –

> "বন্ধুগণ, আমরা আপনাদের ভাই, ভাই-এর কথা একটিবার মন দিয়ে শুনুন, ভাই-এর কথা বিশ্বাস করুণ-আপনারা এ কাজে যোগ দেবেন না, দোহাই আপনাদের, যে লোক আজ আপনাদের ভাই-এর মুখের ভাত কেড়ে নিচ্ছে, তার উল্লাসকে আর বাড়াবেন না।"[৯]

রাজনৈতিক স্লোগান নয় বরং প্রগতিবাদী লেখক হিসেবে গল্পকার একটি সুস্পষ্ট অবস্থান বজায় রাখবেন এটাই স্বাভাবিক। অসাম্য গল্পের ভিতরে থাকলেও শেষে প্রতিবাদ প্রগতিবাদের নিজস্ব ধর্ম। গল্পের কথনরীতিতে সেই ভঙ্গি আমরা দেখতে পাই। এই গল্পের 'বাচ্চা মৌলবী' চরিত্রটি গল্পকারের কৌশলী প্রয়োগ। মিলের ম্যানেজারের দালালের ভুমিকায় তাঁকে দেখা গেছে। জমি এবং জমি সংলগ্ন মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষয়ের ফলে কৃষক থেকে মজুরে পরিণত হওয়া, বামপন্থী লেখক, কর্মীদের কাছে সামাজিক ব্যথতা। তাই সংঘবদ্ধ থাকার একটি বাক্য গল্পে বারবার উচ্চারিত হয়েছে, –

> "বন্ধুগণ, আমার চাষি-ভাইরা...।"[১০]

গল্পের নামকরণ প্রথমেই পাঠকের মনে জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়, কীসের সংকেত? গল্পের পরিবেশের প্রয়োগে সেই 'সংকেত'-কে ইঙ্গিতময় করে তোলা হয়েছে, ভোরের আকাশ, মরা নদীতে লঞ্চের আগমন, নতুন কিছু সূচনার আভাস জানিয়েছে, —

> "তখনো আকাশ ভালো করিয়া পরিষ্কার হয় নাই, নানারকমের পাখি আগামী দিনের ঘোষণায় প্রাণপণে ডাকাডাকি করিতেছে, বনগ্রামের মরা নদীর বুকেও ভয়ানক ঝড় তুলিয়া কাহাদের এক লঞ্চ তীরে আসিয়া ভিড়িল।"[১১]

গল্পের মধ্যভাগে ধর্মঘটকারীদের উপর নৃশংস অত্যাচারের বর্ণনার পূর্বে গল্পকার প্রকৃতির বর্ণনাকে বিপ্লবের প্রতীক হিসেবে এঁকেছেন, —

> "সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। এখন প্রায় সারাটা আকাশ লাল। নীচে ধ্বংসের উৎসব দেখিয়া রক্তবর্ণ আকাশ যেন রক্তনেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া বিস্তর অশুভ কামনা করিতেছে।"[১২]

এবং গল্পের শেষে রহমানের দ্বিধা বিভক্ত মন। যেখানে একদিকে ঘর ছেড়ে এসে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি এবং তাঁর মতো মানুষের প্রতি ক্ষমতার নির্মম প্রয়োগ, রহমানের মধ্যে প্রগতি গল্পের ধরনে বিদ্রোহ নয় বরং হতাশার জন্ম দিয়েছে। এবং এখানেও গল্পকার নদীর জল ও চোখের জলকে মিলিয়ে দিয়েছেন, —

> "রহমানের মনে পড়িল সেই লোকটির কথা; বন্ধুগণ, একথা আপনারা মনে রাখবেন, আজ আমাদের যারা শুধু লাথি মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছে, কাল তারাই আপনাকেও লাথি থেকে রেহাই দেবে না!
> নদীর জলের দিকে চাহিয়া রহমানের চোখ আবার ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল।"[১৩]

'সংকেত' গল্পে সোমেন চন্দে কলম অনেক দরদী। রাজনৈতিক বিশ্বাসকে সাহিত্যে প্রতিফলন করার পাশাপাশি এই গল্পে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির কথাও ফুটিয়ে তুলেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধায়ের 'হারানের নাতজামাই' ও 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' সাথেও তুলনা করা হয় 'সংকেত'কে।[১৪]

'দাঙ্গা' সোমেন চন্দের বিখ্যাত এবং আলোচিত গল্প। গল্পের শুরুতেই দাঙ্গার অমানবিক দিক গুলিকে প্রায় পয়েন্ট আকারে পাঠকের সামনে সাজিয়েছেন গল্পকার। প্রথমেই যে মানুষটিকে হত্যা করা হয় তাঁর কোন নাম নেই, গল্পকার তাঁর বর্ণনা করেছেন, —

> "লোকটা মাঠ ছেড়ে রাস্তায় পড়লো। তার পরনে ছেঁড়া-ময়লা একখানা লুঙি, কাঁধে ততোধিক ময়লা একটি গামছা, মাথার চুলগুলি উস্কোখুস্কো, মুখটি করুণ। তার পায়ে অনেক ধুলো জমেছে, কোনো গ্রামবাসী মনে হয়।"[১৫]

পরনের পোশাক এবং চেহারার বিবরণের দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট। মানুষটি কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের পরিচয়ও নেই। দাঙ্গার এটাই বাস্তব ছবি এটাই। ধর্মের নামে বিভাজন করে মানুষকে খুন করে মানুষই। এরপর খুন পরবর্তী পারিপার্শ্বিক আবহের চিত্রণে সোমেন চন্দ শ্রেণি সচেনতার মননে সামজের অর্থনৈতিক সাম্যকে প্রকট করেছেন দুটি ভিন্ন ছবির মধ্যদিয়ে। একটি, সমাজে দাঙ্গার ভয়ানক সময়ে যাঁরা নিজেদের সুরক্ষিত বলয়ের মধ্যে নিজেদের নিরাপদ রেখেছেন তাঁদের বর্ণনা করেছেন এইভাবে, —

> ১. "এক রিটায়ার্ড অফিসার ভদ্রলোক একটা ব্যাপার করলেন চমৎকার। বাক্স থেকে বহু পুরনো একটি পাৎলুন বের করে সেটা পরে' এবং তার ওপর একটা পুরনো কোট চাপিয়ে সুদর্শন যুবকের মতো ওপর থেকে নীচে নেমে এলেন,"[১৬]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 40 - 47
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> ২. "শিক্ষয়িত্রী সুপ্রভা সেনের ব্যাপার আরো চমৎকার। সে-তো মেয়েদের কোন ইস্কুলে চাকরি করে। শহর দাঙ্গা-বিধ্বস্ত বলে প্রচুর ছুটি উপভোগ করছিল, আজও এইমাত্র দুপুরে রেডিও খুলে বসেছে। ছুটির দিন ব'লে একটা পান চিবুচ্ছে।"[১৭]

এই ছবির মাধ্যমে সমাজে একশ্রেণির মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ মানসিকতার প্রতি কষাঘাত করেছেন। গল্পকার পারিবারিক ঘরোয়া আবহে আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রসঙ্গ আরোপিত মনে হলেও প্রগতিবাদী লেখক ও সংঘের কাছে প্রাসঙ্গিক ছিল। ইউরোপের ফ্যাসিবাদী আগ্রাসণের ঐতিহাসিক ঘটনাকে দাঙ্গার রক্তাত্ব পাশবিকতার সাথে এক করে দেখার একটা মানসিকতা প্রগতিবাদী লেখকদের মধ্যে আমরা লক্ষ করেছি। এই গল্পে দুই ভাইয়ের একজন 'হিন্দু সোশালিস্ট', আর একজন 'কমিউনিস্ট'। রাজনৈতিক চক্রান্তের ফল দাঙ্গা। ছোটভাই অজয়ের প্রসঙ্গে সোমেন চন্দ বলেছেন, –

> "অজু একজন 'হিন্দু সোসালিস্ট'। সম্প্রতি দাঙ্গার সময় জিনিশটির পত্তন হয়েছে।"[১৮]

সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতির প্রতি কমিউনিস্ট লেখকের অসন্তোষ স্পষ্ট। উল্টোদিকে সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী বড়ভাই আশোককে অজয় আক্রমণ করে বলে, –

> "তোমরা হিন্দুও নও, মুসলমানও নও'
> 'আমরা ইহুদির বাচ্চা না-রে?' "[১৯]

এই ঘরানার লেখকদের ক্ষেত্রে 'পার্টিলাইন' মেনে চলাকে সাহিত্যিকের ত্রুটি হিসেবে দেখেছেন পরবর্তীকালের সমালোচকেরা। কিন্তু চল্লিশের দাঙ্গা, দেশভাগ, মন্বন্তরের মতো বিষয়গুলিকে অরাজনৈতিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে 'আর্ট ফর আর্ট সেক'এর পক্ষপাতী থেকে বিশ্লেষণ করলে অসম্পূর্ণতার দায়ও বর্তায় সাহিত্যিকের উপর। সময়ের ডকুমেন্টেশন শুধুমাত্র ঐতিহাসিকের দায় নয়; সাহিত্যের এবং সাহিত্যিকেরও। এই দৃষ্টিকোণ 'প্রগতি লেখক সংঘ' -এর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আমারা দেখেছি। গল্পে, 'বিপ্লবের কখনো মরণ হয়?' যেন গল্পকারের নিজের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে ছেচল্লিশের দাঙ্গার উপর প্রায় লেখক কলম ধরেছিলেন। সোমেন চন্দ ঢাকার দাঙ্গার পটভূমিতে এই গল্প লিখেছেন। অবশ্য ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদী শাসকের ধ্বংসাত্মক ছবির সাথে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি বিদেশি মার্কসবাদী লেখকের সাহিত্য পড়তেন। তাঁর 'একটি রাত' গল্পের সুকুমার গোর্কির 'মা' উপন্যাসের প্রসঙ্গ এনেছেন। এই গল্পেও হিটলার, জার্মানি, রাশিয়ার উল্লেখ আমরা দেখতে পাই। তিনি দাঙ্গাকে ফ্যাসিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখা করতে চেয়েছেন। তাই আশোক অজয়ের আচরণের প্রতিবাদ করে বলে উঠেছে, –

> " 'ফ্যাসিস্ট এজেন্ট। বড়োলোকের দালাল। আজ বাদে কালের কথা মনে পড়ে যখন হিন্দু-মুসলমান ভাই-বোনরা ব'লে গাধার মতো ডাক ছাড়বি? তখন তোর গাধার ডাক শুনবে কে?"[২০]

গল্পের শেষেও আর একটি খুনের প্রসঙ্গ। খুনের কোনো নাম, পরিচয় দেননি শুধুমাত্র মাটিতে রক্তের দাগের উল্লেখে গল্পকার জাতের ভেদাভেদের বীভৎস রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিকে নির্দেশ করেছেন। শুরু এবং শেষের দুটি মৃত্যুর কাহিনি দিয়ে গল্পকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিণতিকে একটি বৃত্তে এনেছেন, যেখানে একমাত্র সত্যি মানুষের এবং মনুষ্যত্বের হত্যা। শেষের মৃত্যু অশোকের মধ্যে বাবার বেদনার্ত স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছে এবং যে বামপন্থী আদর্শের শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে নিজের পারিবারিক সংকটের সময়ও আদর্শ কমরেডের মতো ছোট বৃত্তের বাইরে বড়ো পৃথিবীর জন্য সংগ্রামী মানসিকতার জন্য তৈরি হবার শপথ নিয়েছিল, সেই স্থানে বেদনা জেগে উঠেছে, –

> "কার দেহ থেকে এই রক্তপাত হয়েছে কে জানে? অশোকের চোখে জল এলো, সব কিছু মনে প'ড়ে গেল। সে চারিদিক ঝাপসা দেখতে লাগল, ভাবল এই চক্রান্ত ব্যর্থ হবে কবে?"[২১]

তাঁর 'ইঁদুর' গল্পটি প্রতীকী আকারে প্রগতিবাদী গল্প। ছোটগল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 40 - 47
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "রাজনৈতিক বা সামাজিক বক্তব্য অনেক সময়েই প্রতীকী গল্পের রূপ নেয়। ...কিন্তু শ্লেষগর্ভ প্রতীকী গল্পের সাহিত্য-মূল্য স্বভাবতই বেশি নয়, কারণ তার ব্যঙ্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমকালীনতার মধ্যে বাঁধা পড়ে - সেই কাল ইতিহাস হয়ে গেলে লেখাগুলির আবেদন আর থাকে না-..."[২২]

'ইঁদুর' গল্পের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম আমরা লক্ষ করেছি। 'ইঁদুর' সাধারণভাবে ধ্বংসাত্মক মোটিফ হিসেবে সাহিত্যে ব্যবহার করা হয়। রাতের অন্ধকারে, গোপনে ইঁদুর ধ্বংসলীলা চালায়। সোমেন চন্দ ইঁদুরের প্রতীকে কয়েকটি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মানসিক প্রবণতাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর মার্কসবাদী বিশ্বাসকে সাহিত্যের আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। 'ইঁদুর' উত্তমপুরুষের ব্যবহার করা হয়েছে। গল্পের সূচনায় ও সমাপ্তিতে ইঁদুরের প্রসঙ্গ এনেছেন। গল্পের শুরুতে কথক অর্থাৎ সুকুমার জানিয়েছে, —

> "আমাদের বাসায় ইঁদুর এত বেড়ে গেছে যে আর কিছুতেই টেকা যাচ্ছে না। তাদের সাহস দেখে অবাক হতে হয়। চোখের সামনেই, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের সুচতুর পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার মতো ওরা ঘুরে বেড়ায়,"[২৩]

এই 'ইঁদুর' অনেকগুলি ব্যঞ্জনা নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। সামজে মধ্যবিত্তের এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তের আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য, মানসিকতার ক্ষয় রোগের জন্ম দেয়। ইঁদুর যেমন অলক্ষ্যে কেটে-কুটে শেষ করে সমস্ত কিছু, তেমনি অর্থের অপ্রতুলতা ধীরে ধীরে গ্রাস করে ব্যক্তির মানসকে। 'একটা ইঁদুর-মারা কলও কেনার পয়সা নেই?' উক্তির মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজের অর্থের সর্বস্বতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। নিম্ন মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক দৈন্যতার ইতিহাস 'একটা সীমাহীন মরুভূমির মতন।' সোমেন চন্দ গল্পে ছোট সময়ের মধ্যে বৃহৎ পরিধিকে ব্যক্ত করতে প্রতীকের ব্যবহার করেন। তিনি সরাসরি বিপ্লবের ছবি আঁকেননি। কথকের মায়ের শরীরের বর্ণনায় কাস্তের অনুষঙ্গ ফুটে ওঠে, —

> "আঁচলখানা পেতে শুয়ে পড়লেন। পাতলা পরিচ্ছন্ন শরীরখানি বেঁকে একখানা মা ঘরের ভিতর ঢুকেই মেঝের ওপর কাস্তের আকার ধারণ করলো।"[২৪]

সুকুমারের বাবার চরিত্রটি জীবনের জাঁতাকলে আটকে থাকা মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে উঠে এসেছে। পরবর্তীকালে প্রগতিধর্মী হিসেবে পরিচিত হয়েছে যে সমস্ত লেখা সেই চেনা স্টাইল গ্রহণ করেননি গল্পকার। অনেকগুলি কাহিনির সুর বাজছে কিন্তু তাদের মিলিত সংগীত প্রগতিবাদের। সুকুমারের বাবার ভাব বিলাসিতা আসলে নিম্ন মধ্যবিত্তের সিচুয়েশন থেকে পালিয়ে আসার নামান্তর।

চক্রাকারে বিপ্লব এবং বাস্তবের জগতে অবস্থান করছেন কথক সুকুমার। বাস্তব পরিস্থিতি থেকে সাময়িক বিরতি নিয়ে চিন্তায় মগ্ন হয়েছেন আবার পরক্ষণেই তত্ত্বের বাইরে মানুষের কথা শোনাচ্ছেন। রালফ্ ফক্স, মার্কসবাদী সাহিত্য প্রসঙ্গে 'A man with a social history, and an individual, man with a personal history'[২৫] -র কথা বলেছেন। এই গল্পে সুকুমারের মধ্যে এই তত্ত্বের প্রয়োগ দেখা যায়। কথক একটি দুরত্বে অবস্থান করে বিষয়ের তাত্ত্বিক দিকগুলির পর্যালোচনা করছেন। প্রগতিবাদী গল্পের শেষে প্রতিবাদ, প্রতিরোধের কাহিনি তুলে ধরার একটা মানসিকতা লেখকের থাকে। গল্পের শেষে নায়ক সুকুমারের উপলব্ধি, —

> "আমি ফিরে এলুম। সাম্যবাদের গর্ব, তার ইস্পাতের মতো আশা, তার সোনার মতো ফসল বুকে করে আমি ফিরে এলুম।"[২৬]

সোমেন চন্দ শুধুমাত্র প্রগতিবাদী লেখক বললে সবটুকু বলা হয় না। তাঁর 'অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেকদিনের একদিন'-এর মতো পেয়েছি আমরা তাঁর কাছে। প্রগতিবাদী ছোটগল্প মানেই দলীয় ইশ্‌তেহার নয়, এই ধারণার ভ্রান্তি কাটাতে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। গল্পের প্লট এবং চরিত্রের নির্মাণে রাজনৈতিক সচেতনতা স্পষ্ট, তবে রাজনৈতিক প্রচার সর্বস্ব লেখা

তিনি লিখতে চাননি। প্রগতি সাহিত্য ধারার বিকাশের প্রতি তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত চিঠিতে জানিয়েছিলেন,—

> “ ‘আজ বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছে,-যে বিপ্লব দেবে আমূল সংস্কার।’ খুবই ভালো লাগলো, আমি নিজেই অনুভব করছি যেন। আশীর্বাদ করুন, আমার এই বিপ্লবের অনুভূতি আমার সাহিত্যসাধনার সর্বাঙ্গে যেন জড়িয়ে থাকে।”[২৭]

এই রকম ব্যতিক্রমী লেখকের অকাল প্রয়াণ বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি করেছে।

Reference:

১. দাশ, ধনঞ্জয়, মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক (অখণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৩ (প্রথম অখণ্ড সংস্করণ কলকাতা বইমেলা), পৃ. ১৭
২. Pradhan Sudhi, Marxist Cultural Movement In India (Chronicles and Documents), Vol. I (1936-1947), NBA, Calcutta-73, First NBA Edition April 2017 (First Published in July 1979) p. 114-115.
৩. সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র, ‘প্রগতি’, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, কলকাতা, ১৩৪৪, ভূমিকা অংশ।
৪. চক্রবর্তী, সুমিতা, ‘ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, তৃতীয় মুদ্রণ, অগাস্ট ২০১৬(প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৪), পৃ. ৫১
৫. সাহা, দিলীপ, ‘প্রাচীর’ সংকলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও সোমেন চন্দ, বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, দিলীপ সাহা (সম্পা), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১১, পৃ. ২৬৩
৬. চন্দ, সোমেন, শ্রমজীবী মানুষের গল্প, সৌমিত্র লাহিড়ী (সম্পা), ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০৯ (প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৬), পৃ. ৩৮৯
৭. তদেব, পৃ. ৩৯০
৮. তদেব, পৃ. ৩৯৪
৯. তদেব
১০. তদেব, পৃ. ৩৯৭
১১. তদেব,পৃ. ৩৮৭
১২. তদেব, পৃ. ৩৯৭
১৩. তদেব, পৃ. ৩৯৮
১৪. চক্রবর্তী, সুমিতা, ‘ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, তৃতীয় মুদ্রণ, অগাস্ট ২০১৬ (প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৪), পৃ. ২২৪
১৫. চন্দ, সোমেন, ভেদ-বিভেদ, ভদ্রেশ্বর মণ্ডল (সম্পা), জ্ঞান-ভবন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৬৫, পৃ. ২২১
১৬. তদেব, পৃ. ২২২
১৭. তদেব
১৮. তদেব, পৃ. ২২৪
১৯. তদেব, পৃ. ২২৪
২০. তদেব, পৃ. ২২৭
২১. তদেব, পৃ. ২২৭

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 40 - 47
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২২. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ছোটগল্পের সীমারেখা, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭৩, ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৌষ ১৪২৫, (প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭৬), পৃ. ৩১

২৩. চন্দ, সোমেন, সংকেত ও অন্যান্য গল্প, বিভাস, ঢাকা-১১০০ প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৫০

২৪. তদেব, পৃ. ৫৬

২৫. Fox, Ralph, ‘THE NOVEL AND THE PEOPLE’, Eagle Publishers, Calcutta, First indian edition, 1944, p. 15

২৬. চন্দ, সোমেন, সংকেত ও অন্যান্য গল্প, বিভাস, ধাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৬৭

২৭. সেনগুপ্ত, কিরণশঙ্কর, সোমেন চন্দ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা -২০, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, পৃ. ৩২